দৈনিক খবর

তারিখ 03 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

২৭

৪ খবর

জাতীয়, উন্মুক্ত ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এ বছরই চালু হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

টাংগাইল ২রা সেপ্টেম্বর (তথ্য বিবরণী)।– শিক্ষার বিস্তার ও এর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে চলতি বছর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হবে। এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদের গত অধিবেশনে বিল উথাপিত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার গতকাল টাংগাইলের করটিয়া আবেদা খানম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দানকালে একথা বলেন।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যে দেশে নারী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান, সে দেশে ছেলেদের শিক্ষার সাথে মেয়েদের শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে না পারলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

জনাব সরকার বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা তথা নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা কার্যক্রম ও পল্লীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা কার্যক্রম ও পল্লীর বালিকাদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক লেখাপড়ার সুযোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার বাংলাদেশীদের একটি সুশিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য চলতি বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রেখেছেন।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান নারী শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, আগামী দিনের উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো শিক্ষিতা মা। তিনি বলেন, একজন মা শিক্ষিত হলেই একটি পরিবার সহজে শিক্ষিত হতে পারে এবং দেশের কল্যাণে সে পরিবার বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গন থেকে চিরতরে সন্ত্রাস নির্মূল ও পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা দূর করার আহবান জানিয়ে বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও দূর্নীতিমুক্ত করতে পারলে বিএনপি সরকারের চেষ্টায় আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি সুশিক্ষিত জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ফরিদা আক্তার বানুর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এই 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উদযাপন অনুষ্ঠানে সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তাহের উদ্দিন আহমেদ এবং বিএনপি'র পরে শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার টাংগাইলের কুমুদিনী সরকারী কলেজে এক ছাত্রী সমাবেশেও প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন।

কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ সালমা বানুর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষা বিস্তারে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেন, শহীদ জিয়া ১৯৭৯ সালে কুমুদিনী কলেজটি জাতীয়করণ করেছিলেন। তিনি বলেন, বেগম জিয়ার বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে।

জনাব সরকার ঘোষণা করেন যে, কুমুদিনী কলেজে বিএসসি ডিগ্রী কোর্স খোলা হবে এবং বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ছাত্রীদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিতা হয়ে ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের আহবান জানান।